সহজ ভাষায় গভীর দর্শন

সিজার বাগচী

ছোটবেলা থেকেই অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর লেখা পড়ছি। 'হীরু ডাকাত', 'শাদা ঘোড়া'র মতো বই সেই বয়সেই মন ছুঁয়ে গেছিল। এখনও লেখাগুলো পড়তে ভাল লাগে। হাতে আসা অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর দুটো উপন্যাস ছোটবেলার স্মৃতি ফিরিয়ে দিল। 'বরফের বাগান' ছোটদের জন্য লেখা। আর 'বিষাদগাথা' বড়দের উপন্যাস। দুটো উপন্যাসের ধরন একেবারে আলাদা।

'বরফের বাগান'-এর পটভূমি অ্যান্টার্কটিকা। এই একটি তথ্যই বইটিকে টেনে নেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। তারপর লেখক যখন কাহিনি শুরু করলেন, 'জাহাজ ছাড়বার কথা পাঁচটায়, সন্ধে সাতটা বেজে গেল, জাহাজের ভোঁ আর বাজে না...', তখন থেকে উপন্যাসটি এক নিশ্বাসে শেষ করেছি। কাহিনির প্রধান চরিত্রে এক বাঙালি যুবক। যার নেশা এবং পেশা একটি চ্যানেলের জন্য ভ্রমণের তথ্যচিত্র তোলা। সেই উদ্দেশ্যে সে অ্যান্টার্কটিকা যাচ্ছে। কিন্তু যাত্রা শুরুর সময় থেকে রহস্যের সূত্রপাত। এক রহস্যময় যাত্রী চলেছে জাহাজে। কে সেই যাত্রী? কেন তাকে কেউ গোড়ার দিকে দেখতে পাচ্ছিল না? এমন নানা প্রশ্ন যেমন প্রথম থেকে পাঠককে টেনে রাখবে, তেমনই আর্জেন্তিনার উশুয়াইয়া বন্দর থেকে জাহাজ ছাড়ার পর যুবকটির চোখ দিয়ে পাঠকও দেখতে পাবেন কীভাবে বরফের মহাদেশের দিকে একটু-একটু করে জাহাজ এগিয়ে যাচ্ছে, কীভাবে বদলে যাচ্ছে চারপাশের প্রকৃতি। উপন্যাসটি খানিক এগোনোর পর সেই রহস্যময় সহযাত্রীর সঙ্গে দেখা হল যুবকের। তিনি একটি দেশের রাজা। যুবকটির মনে পড়ল, রাজার সঙ্গে তার আগে একবার সামান্য পরিচয় হয়েছিল। রাজা এবার যুবকটিকে আহ্বান জানালেন তাঁর সঙ্গী হতে। এক আশ্চর্য জিনিসের সন্ধানে যাচ্ছেন তিনি। তবে জিনিসটা কী, সে বিষয়ে রাজা প্রথমে যুবকটিকে বিশদে কিছু জানাননি। কিন্তু রাজার কথায় যুবকটি অ্যাডভেঞ্চারের হাতছানি পেল। রাজার সঙ্গে যুবকটিও খুঁজতে-খুঁজতে হাজির হল অ্যান্টার্কটিকার গভীরে লুকিয়ে থাকা আশ্চর্য জগতে।

'বরফের বাগান' বাংলা কিশোর সাহিত্যে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। উপন্যাসটির কাহিনি অ্যান্টার্কটিকা যাওয়া এবং মহাদেশটি ঘোরার সূত্র ধরে এগিয়েছে। যেহেতু লেখক নিজে অ্যান্টার্কটিকা গেছেন তাই যাত্রাপথের অসামান্য

বিবরণ উপন্যাসটির পাতায়-পাতায় ছড়ানো। যা পড়তে-পড়তে চোখের সামনে ভেসে উঠতে থাকে বরফের মহাদেশটি। জাহাজ থেকে হিমশৈল দেখার একটি বর্ণনা পড়লে তা বোঝা যাবে— 'দমদম থেকে গড়িয়া পর্যন্ত আমাদের গোটা কলকাতা শহরটা সব ঘরবাড়িসুদ্ধু যদি অলৌকিক উপায়ে জমে বরফ হয়ে যায় আর সেটাকে কেউ সমুদ্রে ভাসিয়ে দেয় তাহলে যেমন দেখাবে এই আইসবার্গটা তেমনই দেখাচ্ছে। তার দেওয়ালে সমুদ্র অবিরাম ঢেউ তুলে আছড়ে পড়ছে।' উপন্যাসের টানটান কাহিনির ভাঁজে-ভাঁজে অ্যান্টার্কটিকা সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্যও লেখক গুঁজে দিয়েছেন। সবচেয়ে বড় কথা, গুপ্তধন, জলদস্যু, কাছের মানুষজনদের বিশ্বাসঘাতকতার মতো এত কিছু থাকলেও ছোটদের লেখায় যে-সারল্য, যে-নিজস্ব জগৎ থাকা দরকার তার কোনও খামতি রাখেননি অমরেন্দ্র চক্রবর্তী। উপন্যাসটি যত শেষের দিকে এগিয়েছে, অ্যাডভেঞ্চারকে ছাপিয়ে উঠেছে এক আশ্চর্য দর্শন। এটাই অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর ছোটদের লেখার বৈশিষ্ট্য। তিনি সহজ ভাষায় গভীর দর্শন বুনতে পারেন। 'বরফের বাগান' তাই ছোটদের উপন্যাস হলেও সব বয়সি পাঠককে তৃপ্তি দেবে। আর ছোটদের সামনে নতুন তথ্য দেওয়ার পাশাপাশি তাদের কল্পনাশক্তিকেও উসকে দেবে।

'বিষাদগাথা' উপন্যাসে বালিসোনা গ্রামের পটভূমিতে কাহিনির জাল বিছিয়েছেন লেখক। কাহিনি শুরু হয়েছে অবনীমোহন চৌধুরীর প্রথম কন্যাসন্তানের জন্মমুহূর্ত থেকে। সেই মেয়ের নাম রাখা হল লক্ষ্মীপ্রতিমা। অবনীমোহনের তখন ভারী দুঃসময় চলছে। সদ্য জমিদারি প্রথা শেষ হয়েছে। যার ফলে তাঁদের জমিদার পরিবারের ওপর জোর ধাক্কা এসে লেগেছে। আবার নিজেদের বাগানের আম-কাঁঠাল চুরির অপরাধে তাঁর বাবা তিন মাসের জন্য অবনীমোহনকে ত্যাজ্যপুত্র করেছেন।

চৌধুরী পরিবারের আখ্যান লিখতে বসে অমরেন্দ্র চক্রবর্তী একটা জগৎ গড়ে তুলছেন বালিসোনাকে ঘিরে। সেই জগতের লক্ষ্মী যেমন মিস ইন্ডিয়া হয়, তেমনই তার বোন সরস্বতী ধর্ষিত হয় নদীর শুকনো বুকে বঙ্কিমচন্দ্র কোন নদীর ঘাটে বসে 'দুর্গেশনন্দিনী' লিখতে শুরু করেছিলেন তার খোঁজ করতে গিয়ে। অবনীমোহনের পিঠোপিঠি ভাই অম্বরীশ সেদিন বহু বছর বাদে বাড়ি ফিরল। যে-দু'জন সরস্বতীকে ধর্ষণ করেছিল তাদের খুন করে অম্বরীশ আবার চলে যায় মুসৌরিতে। যুবক প্রদীপও উপন্যাসের শেষে এসে জীবনের প্রচুর ঝড় সামলে লাঠি ঠুকে-ঠুকে চলা এক বৃদ্ধ মানুষে পরিণত হয়। প্রদীপের চোখের সামনেই বদলে গেল বালিসোনা জনপদ। পালটে গেল চৌধুরী পরিবার। যে-অম্বরীশ অমন ডাকাবুকো, সে ফিরে এসে পুরসভার চেয়ারম্যান হল। তার ছেলে পরীক্ষিৎ বড় হল। বালিসোনার বুকে গড়ে তুলতে চাইল এক অন্য সমাজ। উপন্যাসের শেষে সত্যিই কুয়াশার মতো এক বিষাদ ছড়িয়ে থাকে মনের ওপর।

প্রথম বড়দের উপন্যাসে নিছক কাহিনির পর কাহিনি গড়ে তোলেননি লেখক। বরং কাহিনির অতলে ফল্গুধারার মতো বিষাদনদী বয়ে গেছে। যে নদী বালিসোনা নদীর মতোই। চাপা কিন্তু 'মাঝে মাঝে দুয়েকটা রক্তমাখা ভাঙা পাঁজরের মতো ছেঁড়া ছেঁড়া নালা'। বালিসোনার ছোট্ট পরিসরে যেন সভ্যতার বিবর্তনের ছায়া।

উপন্যাসের চলন এবং গদ্য প্রচলিত রাস্তা ধরে এগোয়নি। কাহিনি কখনও এগিয়েছে, কখনও পিছিয়ে গেছে অতীতে, কখনও দু'পাতায় অনেকখানি ঘটনা বলা হয়েছে, আবার কখনও পাতার পর-পাতা জুড়ে কোনও বিশেষ ঘটনা লেখা হয়েছে। একটা নমুনা দিলে বোঝা যাবে— 'কখন যে বারান্দায় খটখট শব্দ তুলে একে একে সাতটা কংকাল এসে হাজির হল অম্বরীশ খেয়াল করেনি। আজকাল এরা আর কোনও আলোচনা পাড়ে না, নিঃশব্দে বসে-বসে শুধু পা নাচায়। কিছুক্ষণ পর একজন একজন করে সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনীর মতো তার বুকের ওপর চেপে বসতে থাকল। অলক্ষ্যে থেকে কেউ যেন তাদের বসে থাকার মেয়াদ নির্ধারণ করে দিচ্ছে। সেই মতো তার সময় শেষ হলে, সে উঠে সোজা বাইরে চলে যায়। তখন পরের জন এসে বসে।'

এভাবেই 'বিষাদগাথা'-তেও বিধুর এক কাহিনি বলেছেন লেখক। যে-কাহিনি বই বন্ধ করে রাখার পরও সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরতে থাকে।

সৌজন্য: 'দেশ'। প্রকাশ: ১৭ মার্চ ২০১৭

লেখক পরিচিতি

সাহিত্যিক, সম্পাদক, আনন্দমেলা